শহীদ বরকতের মায়ের একটি চিঠি ও আমাদের অঙ্গীকার

এম আব্বাস উদ্দিন আহ্‌মেদ

'বাবা জীবন আব্বাছ,

পত্রে আমার ভক্তিপূর্ণ স্নেহ ও আশীর্বাদ লইবে। তোমার হস্তলিখিত একটি পত্র পাইয়া সকল বিষয় জানিলাম। তুমি নিয়মিত কবিতা লিখবে এবং দেশ ও দশের মধ্যে একজন হবে, সেই কামনা করি। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন তোমাদের মধ্য দিয়ে আমার সকল দুঃখের অবসান করেন। আমাকে ফটোর জন্য লিখেছ। আমি ঢাকায় ফটো পাঠাবো এবং তোমাকে পত্র দ্বারা জানাবো। তুমি ঢাকা গিয়ে তোমার শহীদ ভাই-এর ফটো নিয়ে আসবে। তোমরা মধ্যে মধ্যে পত্র দিবে। আমি কলিকাতায় Vissa করতে গিয়ে Vissa Officer (Passport) জমা নিয়েছেন, Vissa দিলেন না। উপরন্তু পাসপোর্টখানি আমার জমা করিয়া লইয়াছেন। সেই হইতে আমি আজ ২ বছর ২১ ফেব্রুয়ারিতে তোমাদের নিকট হাজির হতে পারি নাই।

আমার কনিষ্ঠ পুত্র আবুল হাসনাত গত ২১-৯-৬৮ তারিখে ঢাকার মেডিকেল হাসপাতালে মারা যায়। তাহার সমাধি নতুন আজিমপুরে হইয়াছে। তাহার নাম খোদাই করা আছে। তোমার কোনো পত্রিকা এখনও পাই নাই। পেলে নিশ্চয়ই জানাবো। আমি খুব শিগগিরই ঢাকা হইতে সংবাদ দিব। মাঝে মাঝে পত্র দ্বারা মায়ের সংবাদ নিও। এখানকার কুশল জানবে।

ইতি তোমার মাতা
হাসিনা বিবি।'

১৯৬৯ সালের মার্চে শহীদ আবুল বরকতের মা হাসিনা বিবি এ চিঠিটি লিখেছিলেন আমার বাবা এম আব্বাছ উদ্দিন আহমেদের কাছে। শহীদ বরকতের মায়ের এ স্মৃতিচিহ্নটিতে ভাষা আন্দোলনের কেন্দ্র, যেখানে রয়েছে বরকতের সমাধি ও শহীদ মিনার, সেখানে তার আসতে না পারার দুঃখ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তার আরেক পুত্র এবং বরকতের ছোট ভাই আবুল হাসনাতও মৃত্যুবরণ করেছেন এবং তারও সমাধি ঢাকায়। সে কথাও চিঠিতে উল্লেখ রয়েছে।

মা-বাবার আদরের ধন আবাই– আমাদের সবার চির পরিচিত ভাষাশহীদ আবুল বরকত। রত্নগর্ভা মাতা হাজি হাসিনা বিবি এবং বাবা মৌলভি শামসুজ্জোহা ওরফে ভুলু মিয়ার পরপর তিন কন্যা শামসুন নেহার, নুরুন নেহার এবং নুরজাহান বেগমের পর চতুর্থ সন্তান বা জ্যেষ্ঠপুত্র হিসেবে আবুল বরকতের জন্ম হয় ১৬ জুন, ১৯২৭ সালে, মুর্শিদাবাদ জেলার ভরতপুর থানার বাবলা গ্রামে। পরবর্তী সন্তানও পুত্র– আবুল হাসনাত। কে জানে, এই আবুল হাসনাতের প্রজন্মই আগলে রাখবে শহীদ বরকতের স্মৃতিচিহ্ন।

জন্ম ওপার বাংলায় হলেও এপার বাংলার রূপ-রস-গন্ধ বরকতের পূর্বসূরিদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল বলেই মনে হয়। দেশ বিভাগের পর ১৯৪৮ সালে বরকত আসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার ব্রত নিয়ে। ওয়াপদা কর্মকর্তা মামা আবদুল মালেকের ঢাকার 'বিষ্ণুপ্রিয়া' ভবনের ভাড়াবাড়িতে প্রথমে উঠলেও পরে হলে (তখনকার দিনের ব্যারাক) ঠাঁই নেন বরকত। আটচল্লিশ পেরিয়ে আসে বায়ান্ন। রক্তের অক্ষরে নাম লিখে তিনি চলে গেলেন পরপারে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে মাস্টার্স পড়ুয়া এ কৃতী শিক্ষার্থীকে সমাহিত করা হয় আজিমপুর গোরস্থানে। পুত্রশোকে কাতর বৃদ্ধ বাবা-মা এ দেশে স্থায়ীভাবে বসবাস না করলেও প্রতিবছর ফেব্রুয়ারিতে ঢাকায় ছুটে আসেন পুষ্পার্ঘ্য আর একুশের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে।

ভাষা আন্দোলনের ১১ বছর পর (১৯৬৩ সালে) মৃত্যু ঘটে বাবা শামসুজ্জোহা ভুলু মিয়ার। দুঃখের অমানিশার ধারাবাহিকতায় তার ১৫ বছর পর বৃদ্ধা জননী হাসিনা বিবি হারান তার কনিষ্ঠ পুত্র আবুল হাসনাতকে। আমার বাবা এম আব্বাছ উদ্দিন আহমেদের কাছে লেখা ওই পত্রে তিনি উল্লেখ করেছেন, আমার কনিষ্ঠ পুত্র আবুল হাসনাত গত ২১-৯-৬৮ তারিখে ঢাকার মেডিকেল হাসপাতালে মারা যায়। তাহার সমাধি নতুন আজিমপুরে হইয়াছে। তাহার নাম খোদাই করা আছে...'। ইতিমধ্যে (বরকত ছাড়া) বাকি সন্তানদের বিয়ে হয়েছে। ঢাকার অদূরে গাজীপুর চৌরাস্তার জাগ্রত চৌরঙ্গী পেরিয়ে নলজানি মৌজার চান্দনার বাবলা বীথির 'বরকত মঞ্জিলে' স্বামীহারা সন্তানদের নিয়ে ওই বছরই চলে আসেন আবুল হাসনাতের স্ত্রী। (অবশ্য এখানে আবুল হাসনাত আসেননি বলেই জানালেন তার উত্তরসূরিরা।) আজ তারাই (আবুল হাসনাতের পুত্রত্রয়ের সন্তানেরা) তাদের নামের মধ্যে 'বরকত' সংযুক্ত করে শহীদ বরকতের রক্তিম স্বাক্ষর বহন করে চলেছেন।

চান্দনার রাসি মিলের পাশে চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন শহীদ বরকতের মহীয়সী মাতা। রত্নগর্ভা হাজি হাসিনা বিবি ১৯৮২ সালে ইন্তেকাল করেন। এখানে বিশেষভাবে স্মর্তব্য যে, এই হাসিনা বিবিই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার উদ্বোধন করেন। তার সেই দুর্লভ পত্র থেকে উদ্ধৃত করছি আরেকবার '...আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন তোমাদের মধ্যে দিয়ে আমার সকল দুঃখের অবসান করেন...।'

মুর্শিদাবাদে বরকতের স্মৃতিধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো তার নামে নামকরণসহ সেখানে স্মৃতিফলক নির্মাণ, স্মৃতিসংঘ প্রতিষ্ঠা আর বিভিন্ন অনুষ্ঠান করা হচ্ছে। আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি হল, মেডিকেল কলেজের অন্তত একটি ওয়ার্ড (যেখানে বরকত গুলিবিদ্ধ অবস্থায় শহীদ হয়েছিলেন), সেতু বা অন্যান্য স্থাপনা, পাঠাগার, সড়ক ইত্যাদি করতে পারতাম। কিন্তু কই, একুশে ফেব্রুয়ারি আজ বিশ্বসংস্থার স্বীকৃতি পেলেও বাংলা ভাষার বৈশ্বিক বিকাশে আমরা কতটুকু মেধা-শ্রম দিতে পেরেছি?

আজ বরকত নেই। নেই রফিক-শফিক-সালাম-জব্বার। কিন্তু তাদের অবদান তো শেষ হয়ে যায়নি। আমরা সবাই তাদের উত্তরাধিকারী। লাখো শহীদের আত্মত্যাগের বিনিময়েই তো আমরা ফিরে পেয়েছি বাংলা ভাষা আর বাংলাদেশ। একে রক্ষা করার ও গড়ে তোলার দায়িত্বও তাই আমাদের।

এম আব্বাস উদ্দিন আহমেদ : নির্বাহী, বাঙলা-বাঙালি-বাংলাদেশ, কাঁচেরকোল, ঝিনাইদহ।